বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 7, Issue 2, 2016

বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব বাছুর উৎপাদনে বিএলআরআই এর সাফল্য

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের জীব-প্রযুক্তি (Biotechnology) উদ্ভাবন এবং এর ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট নানাবিধ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন (in-vitro embryo production, IVP) প্রযুক্তিটি অধিক দক্ষতার সাথে গাভীর জাত উন্নয়নে বিশ্বের অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল দাতা গাভীর ডিম্বাশয় থেকে অপরিপক্ক/বাড়ন্ত ডিম্বাণু সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরিপক্ককরণ (in-vitro maturation), নিষিক্তকরণ (in-vitro fertilization) এবং কালচার (in-vitro culture) করে ব্লাস্টোসিস (Blastocyst) পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়।

যেখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অধিক উৎপাদনশীল একটি গাভী থেকে বছরে একটি বাচ্চা পাওয়া যায়, সেখানে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একটি অধিক উৎপাদনশীল গাভী থেকে বছরে নুন্যতম ২০-২৫টি বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে একটি গাভী থেকে অধিক সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন করা যায় বিধায়, প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনশীল গরুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দেশের দুধ ও মাংসের ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের জীব-প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এদের ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বিএলআরআই এ জীব-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার জন্য বায়োটেকনোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই বিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন নতুন লাগসই জীব-প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং খামারী পর্যায়ে তাদের সফল ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানো। বাংলাদেশে গরুর জাত উন্নয়নের জন্য বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীগণ বিগত চার বছর ধরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে IVP প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বায়োটেকনোলজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান এবং বর্তমানে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীগণ IVP প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত ৫/৩/২০১৬ খ্রিঃ রাত ১০.৩০ ঘটিকায় গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রুণ থেকে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ১টি গাভী থেকে ২টি সুস্থ ও সবল টেস্ট টিউব বকনা বাছুর জন্ম গ্রহণ করে।

প্রাণী ও পোল্ট্রি সেক্টরে অবদানের জন্য এজি এগ্রো লিঃ কর্তৃক বিএলআরআইকে সম্মাননা পদক ও এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান

বিগত ৫ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আহসান গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এজি এগ্রো লিঃ কর্তৃক বাংলাদেশে প্রাণী ও পোল্ট্রি সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালককে সম্মাননা পদকসহ একলক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ ছায়েদুল হক, এমপি। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা পদক ও চেক গ্রহন করেন। এ সম্মাননা বিএলআরআই এর সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ গবেষণা ও উন্নয়নে আরও অধিক মনোযোগী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাবে যা জাতীয় পর্যায়ে প্রাণী ও পোল্ট্রি সেক্টরের উত্তোত্তর উন্নতি বৃদ্ধির জন্য গবেষণায় অধিক মনোনিবেশ করবে ও উৎসাহিত করবে। বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে এ সম্মাননার জন্য এজি এগ্রো লিঃ কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গত ১৭-১৯ মে ২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে "লাভজনক খামার পরিচালনায় বিজ্ঞানভিত্তিক ব্রয়লার ও লেয়ার পালন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গত ১৭-১৯ মে ২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে "লাভজনক খামার পরিচালনায় বিজ্ঞানভিত্তিক ব্রয়লার ও লেয়ার পালন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মোট ৫০ জন নারী ও পুরুষ খামারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, বিশেষ অতিথি- ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (অঃ দাঃ)। সভাপতিত্ব করেন ড. নাসরিন সুলতানা, পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করেন একই বিভাগের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জিল্লুর রহমান। প্রশিক্ষণ কোর্সে মূলত: খাদ্য, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধসহ খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে ব্রয়লার ও লেয়ার পালনের ক্ষেত্রে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী খামারীগণ ব্রয়লার ও লেয়ার পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবেন, যা কাজে লাগিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশের জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আধুনিক পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও খামারীদের মাঝে মুরগি বিতরণ

১৫ ই মে, ২০১৬ খ্রীঃ তারিখে ডুমুরিয়া, খুলনায় আধুনিক পদ্ধতিতে "দেশী মুরগি পালন শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ও খামারীদের মাঝে মুরগি বিতরণ" বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে

নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব অজয় কুমার রায় এবং খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. তালুকদার নুরুন্নাহার ।

"দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শাকিলা ফারুক তাঁর স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে- উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশী মুরগি পালন করে দেশের মাংস ও ডিমের চাহিদা মিটিয়ে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নতিকল্পে ডুমুরিয়া, খুলনা-সহ দেশের ৬ টি জেলায় উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন দেশী মুরগির চাহিদা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেক মানুষের কাছে বাণিজ্যিকভাবে পালিত ব্রয়লার মাংসের তুলনায় দেশী মুরগি অধিক গ্রহণযোগ্য, যার ফলে বাজারে ক্রেতা সাধারণ অধিক মূল্যে দেশী মুরগি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার, তাই দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়নে এবং জনসাধারণের পুষ্টির যোগান দেওয়ার জন্য এই গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, চলমান প্রকল্পটির পরিকল্পিত কার্যক্রমগুলি সফলভাবে সম্পাদন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সভার সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নুরুন্নাহার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আমাদের নিজস্ব দেশীয় মুরগির জাতগুলো বিলীন হওয়ার পথে। এই মূল্যবান জাতগুলো বিএলআরআই-এ দীর্ঘদিন সংরক্ষণের পাশাপাশি উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করে এদের কৌলিক মান উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে এ মুরগীগুলো পূর্বের তুলনায় অনেক কম বয়সে ডিম পাড়ে। ডিম উৎপাদনের সংখ্যা এবং ওজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনসহ আত্মকর্মসংস্থান এবং দেশের আমিষ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সরকার এ উন্নয়ন প্রকল্পটি বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়ন করছে।

ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ জনগোষ্ঠির প্রানিজ আমিষের বিশাল ঘাটতি পূরণে প্রাণিজ সম্পদ উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। কিন্তু দেশের প্রাণিজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়নে গো-খাদ্য তথা সবুজ ঘাসের (ফডার) মারাত্মক ঘাটতি প্রাণিজ সম্পদ উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে অঞ্চলভিত্তিক কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী এবং বর্তমান সরকারের জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (এনএএসপিআর-২) আলোকে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ফডার প্রযুক্তি উদ্ভাবন, খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ, খামারী প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবিত টেকশই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও তৃণমূল পর্যন্ত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে জনবল ও অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদে (২০১২-২০১৭) প্রায় ২৮ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ উল্লেখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দেশের মোট পাঁচটি (০৫) বিভাগের আটটি (০৮) জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তম্মধ্যে যশোর ও ফরিদপুরের যথাক্রমে সদর ও ভাঙ্গায় দু'টি নতুন স্থায়ী গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রতিটি এলাকায় তিন (০৩) একর করে ভূমি অধিগ্রহন করা হয়েছে যার ফলে বিএলআরআই এর অন্যান্য সকল প্রযুক্তিগত সেবাসমূহ অত্র অঞ্চলের খামারীদের কাছে পৌঁছে দে'য়া সম্ভব হবে।

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সংরক্ষিত উচ্চফলনশীল বিভিন্ন প্রকারের ফডারসমূহ (৪২টি জাত) গবাদিপশু পালনকারী খামারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং তাদের প্রশিক্ষিত খামারী হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে এ যাবৎ প্রায় সহস্রাধিক খামারীদের উচ্চ ফলনশীল ফডার চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা খামারীও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ

সমাপান্তে তাদের মাঝে উচ্চ ফলনশীল ফডারের কাটিং বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারীরা ইতিমধ্যে তার সুফলও ভোগ করছেন। কোন কোন এলাকায় ঘাস চাষ বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করেছে।

বিজ্ঞানীদের উচ্চমান সম্পন্ন গবেষণার জন্য আধুনিক গবেষণাগার গড়ার লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে বিশ্বের খ্যাতনামা ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় করে গবেষণাগারকে সমৃদ্ধসহ ফডার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পের আওতায় ৩ জন পি.এইচ.ডি ফেলো নিয়োগ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৬ জনকে এম. এস ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সে সাথে প্রকল্পের নিজস্ব বিজ্ঞানীদের সহযোগীতায়ও খামারীদের চাহিদা মাফিক অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা সমূহ হচ্ছেঃ জিন প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত জমির উপযোগী লবণাক্ত সহায়ক ফডার উদ্ভাবন, গবাদিপশুর খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি পূরণে কৃষিজ উপজাত এবং দানাদার খাদ্য মিশ্রণে পরিপূর্ণ খাদ্য মিশ্রণ তথা টি.এম.আর ব্লক উদ্ভাবন, কম মূল্যে সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি, হাওড় অঞ্চলে স্থানীয় সহজপ্রাপ্য কাঁচা ঘাস এবং উন্নত ফডার সমন্বয়ে বছরব্যাপি ফডার উৎপাদন মডেল, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সাজনার মাইক্রোপ্রপাগেশনের মাধ্যমে অধিক হারে উৎপাদন করে তা গবাদিপশুর ফডার হিসাবে ব্যবহার করে কাঁচা ঘাসের অভাব পূরণ।

আশা করা যায় চলমান গবেষণার মধ্য দিয়ে সফলভাবে উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রযুক্তিসমূহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ করে দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে আগামী দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জীবন্ত মুরগী বাজারজাতকরণ ও এর ক্ষতিকর প্রভাব

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সস্তা পুষ্টির ক্ষেত্রে পোল্ট্রি সম্পদ (মুরগীর মাংস ও ডিম) এর ভূমিকা যে অনেক সেটা আমাদের সবারই জানা। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে ২৪.২৯ কোটি মুরগী (অন্যান্য পাখিসহ), ১.৬ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে এবং এর বিপরীতে চাহিদা ছিল ২৯.৮৩ কোটি মুরগী এবং ১.৭ কোটি ডিম। এই চাহিদা ও যোগান পার্থক্য মুরগী উৎপাদনকারী ও বাজার মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের মধ্যে জীবন্ত মুরগী দ্রুত সরবরাহ করে বেশী লাভ করার প্রবণতা কাজ করে। যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও পোল্ট্রি শিল্পের টেকসই উৎপাদনকে হুমকির সম্মুখীন করছে।

সাভার উপজেলা পোল্ট্রি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ "জীবন্ত মুরগী বাজারজাতকরণ ও এর ক্ষতিকর প্রভাব" সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। গবেষণায় জীবন্ত মুরগী বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ (ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত) বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং রোগগুলি পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ মুরগীকে আক্রান্ত করছে এমন ফলাফল পাওয়া যায়। তাই প্রক্রিয়াজাতকৃত মুরগী এখন সময়ের দাবী। যদি নিশ্চিত করা যায় যে, প্রক্রিয়াজাতকৃত মুরগী হালাল, রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত, তাহলে ভোক্তাগণ সেটা গ্রহণে আগ্রহী। পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণন নিংসন্দেহে লাভজনক। টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও পোল্ট্রি বিপণনের আধুনিক অর্থনীতির জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো প্রয়োজনঃ

- জীবন্ত মুরগীর বিপণন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা।
- সারাদেশে "মিনি পোল্ট্রি প্রসেসিং প্লান্ট" গড়ে তোলা বিশেষ করে পোল্ট্রি উৎপাদন যেখানে বেশী হয়।
- প্রক্রিয়াজাতকৃত মুরগীর মাংসের গুনগতমান পরীক্ষা ও সনদ প্রদানের জন্য আইনগত কাঠামো গড়ে তোলা।
- পোল্ট্রি প্রক্রিয়াজাতকৃত বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা যাতে পরিবেশের ক্ষতি সাধণ না হয়।
- জনসাধারণের মাঝে জীবন্ত মুরগী বিক্রি ও পরিবহনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।

চিত্র:নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বাজার ব্যবস্থাপনা

চিত্র: হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত ড্রেস মুরগী

"চাকরির বিধিমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গত ২৮ মে হতে ০১ জুন ২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে "চাকরির বিধিমালা ও অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, বিশেষ অতিথি- ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (অঃ দাঃ)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. নাসরিন সুলতানা, পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ এবং কোর্স কোঅর্ডিনেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, একই বিভাগের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জিল্লুর রহমান। প্রশিক্ষণ কোর্সে মূলত: কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে অফিস পরিচালনায় সরকারি বিধিবিধান ও অফিস ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে কর্মকর্তা পর্যায়ের সকলের জন্যই এ ধরণের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অফিস পরিচালনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে আরও দক্ষতার সাথে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন, যা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

"ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬-৯ জুন ২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে "ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ৫০ জন খামারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, বিশেষ অতিথি- ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (অঃ দাঃ)। সভাপতিত্ব করেন ড. নাসরিন সুলতানা, পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ এবং কোর্স কোঅর্ডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করেন একই বিভাগের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জিল্লুর রহমান। চার দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে খামারীদের ছাগলের খাদ্য, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধসহ খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী খামারীগণ ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবেন, যা কাজে লাগিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন, যা বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশের জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রে রিপিট ব্রিডিং প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম

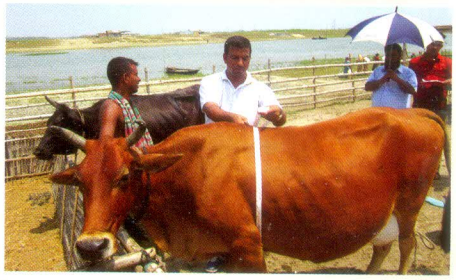

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অনুমোদিত "বাঘাবাড়ি মিল্ক সেড এলাকায় দুধালো গাভীর রিপিট ব্রিডিং এর কারণ চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান" শীর্ষক প্রকল্পটি বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রিপিট ব্রিডিং এর প্রকৃত কারণসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অত্র এলাকায় গবাদি প্রাণি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে একটি জরিপ প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলার ৩টি, পাবনা জেলার বেড়া ও সাথিয়া উপজেলা হতে ৬ টি গ্রাম সহ মোট ৯ টি গ্রামের ১৯০ জন ডেইরি খামারিদের মধ্যে একটি জরিপ করা হয়। সেই সাথে খামারে ব্যবহৃত খাদ্য উপদান সমূহের নমুনা সংগ্রহ ও তার Proximate উপদান সমূহ বিএলআরই এর প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

আর দানাদার মিশ্র খাদ্যে নমুনার খনিজ উপাদান সমূহের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে । অত্র এলাকায় খামারি কর্তৃক মাঠ পর্যায় গাভীর প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ৭ (সাত)টি সিমেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে ৬ (ছয়) টি করে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি ফ্রোজেন সিমেন স্ট্র সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত স্ট্রগুলোর সিমেনের গুনগত মান ডিএলএস-সিসিবিডিএফ, সাভার, ঢাকা এবং আরডিএ, বগুড়া এর কৃত্রিম প্রজনন গবেষাগারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । মোট গাভীর শতকরা ২৯ ভাগে রিপিট ব্রিডিং এর সমস্যা পাওয়া গেছে । এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যাচ্ছে, RBC গাভীর শতকরা ৬৯ ভাগই হল হলিস্টিন-ফ্রিজিয়ান ক্রস এবং বাকী ৩১ ভাগ জার্সিসহ অন্যান্য। খামারীরা রিপিট ব্রিডার গাভী (RBC)গুলো প্রায় সর্বোচ্চ ১-৩ বছর পর্যন্ত লালন- পালন করে যাচ্ছে। কারণ খামারিরা উক্ত গাভীগুলো হতে সর্বোচ্চ উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক দুধ পাচ্ছে বিধায় গাভী গুলো বাতিল বা বিক্রি করছে না । রিপিট ব্রিডিং সমস্যার প্রায় অর্ধেকই গ্রীষ্মকালে হচ্ছে বলে জরিপে দেখা গেছে । এছাড়াও জরিপ কাজের মাধ্যমে চিহ্নিত ৩০৫ রিপিট ব্রিডার গাভীর (RBC) এর মধ্য হতে ৪৬ টি গাভীর রেক্টাল পালপেশন (আর.পি) করা হয়েছে। আরপি(RP) করা গাভী গুলোর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ গাভীর গর্ভপাত, প্রায় ২০ ভাগ গাভীতে জরায়ু প্রধাহ (Uterine infection), এবং ৭ ভাগ গাভীতে পায়োমেট্রা (Pyometra) র তথ্য পাওয়া গেছে। Bovine Trichomoniasis এর Prevelance দেখতে ১০০ গাভীর সোয়াব (Swab) নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে শতকরা ২ভাগ গাভীর নমুনায় পজিটিভ ফলাফল পাওয়া গেছে । উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের চুড়ান্ত প্রতিবেদনে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যেতে পারে, যা উক্ত এলাকায় তথা সমগ্র বাংলাদেশের রিপিট ব্রিডিং সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শাহাজাদপুরে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জে গত ১৯/১২/২০১৫ খ্রী. তারিখে "গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী ডেইরী খামারীদের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। খামারী প্রশিক্ষণে আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শাহাজাদপুর, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব আরিফুজ্জামান, শাহাজাদপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আঃ হাই এবং বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাথুরাম সরকার, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. রেজিয়া খাতুন ও ড. মো: জিল্লুর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে,আমাদের দেশে আবাদী জমির পরিমাণ দিন দিন কমছে। অপরদিকে, মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে, দুধের চাহিদা বর্তমানের চেয়ে দিন দিন বাড়ছে। এমতাবস্থায়, উন্নত প্রযুক্তিতে গাভী পালনের কোন বিকল্প নেই। ফলে, আমাদেরকে গাভীর সংখ্যা না বাড়িয়ে বরং গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাভীর দুধ উৎপাদন বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে উক্ত প্রশিক্ষণে খামারীদের হাতে কলমে শিখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিজেদের খামারে কাজে লাগিয়ে গাভীর দুধ উৎপাদন বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

বাঘাবাড়ি মিল্ক সেড এলাকায় উন্নত জাতের ফডার এবং ধান চাষের আয়-ব্যয়ের তুলনামুলক স্বচিত্র প্রতিবেদন

বাথান এলাকাসহ প্রাকৃতিক উৎস থেকে গবাদি পশুর জন্য প্রাপ্ত সবুজ ঘাসের পরিমাণ ক্রমশ:ই হ্রাস পাচ্ছে। দুগ্ধবর্তী গাভীর জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নেই বিধায় উন্নত জাতের ফডার চাষের চাহিদা খামারীদের মধ্যে ব্যাপক হারে বেড়েই চলছে। আর ফডার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনাও দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই সাম্প্রতিক সময়ে অত্র এলাকায় খামারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এককভাবে ফডার চাষে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায় যে, একজন ডেইরী খামারী ১ শতাংশ জমিতে ধান চাষের তুলনায় ফডার চাষ করে প্রায় ২৪০ টাকার অধিক মুনাফা অর্জন করেছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, ধান উৎপাদনের তুলনায় ফডার উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের অনুপাত (Benefit Cost ratio-BCR) ১.৩৮ বেশি অর্থ্যাৎ ফডার উৎপাদনে ১ টাকা ব্যয় করে প্রায় ৩ টাকা মূনাফা অর্জন করেছে। সূতরাং উপরোক্ত তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমানে ডেইরী খামারীরা ধান উৎপাদনের চেয়ে উন্নত জাতের ফডার উৎপাদন করে অধিক পরিমাণ লাভবান হচ্ছেন।

দেশের ডেইরী পালনকারী অঞ্চলের খামারীরা উন্নত জাতের ফডার চাষাবাদ করে অধিক পরিমাণ অর্থ-উর্পাজনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিএলআরআই এ অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে ১৪ ই এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ বাংলা নববর্ষ-১৪২৩ উদযাপন

অত্র ইনস্টিটিউটের অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিগত ১৪ ই এপ্রিল, ২০১৬ খ্রীঃ তারিখে বাংলা নববর্ষ- ১৪২৩ উদযাপন করা হয়। বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার। এছাড়াও, উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে মহাপরিচালক মহোদয় সকলকে বাংলা নববর্ষ-১৪২৩ এর শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রতি বছরই আমরা বাংলা নববর্ষ বিশেষভাবে উদযাপন করে থাকি। তবে, বর্তমান সরকার বৈশাখী ভাতা প্রদান করায় এতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হল এবং মহাপরিচালক মহোদয় বিএলআরআই এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাংলা নববর্ষ-১৪২৩ উদযাপন অনুষ্ঠানমালায় ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান, কবিতা-ছড়া, অভিনয়সহ এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুগ-যুগ ধরে বাংলা নববর্ষে গ্রাম বাংলায় নানা ধরনের পিঠা-পুলির আয়োজন করে আসছে। সে মোতাবেক ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে ও অফিসার্স ক্লাবের সকল সদস্যদের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পুলি ও মুড়ি-মুড়কির মত বিভিন্ন দেশীয় খাবার সমৃদ্ধ স্টলের আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে, বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি মহোদয় বাংলা নববর্ষ-১৪২৩ উদযাপন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ক্লাবের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিএলআরআই ও Oxfam এর মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

বিগত ১০ মার্চ ২০১৬ খ্রীঃ তারিখে পূর্বে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে Scaling Up Inclusive Dairy Markets, REECALL, Oxfam শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে এক গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই, Oxfam উল্লেখিত প্রকল্প এলাকার দুগ্ধ খামারীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ পূর্বক বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সহযোগিতা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের দুগ্ধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে "ক্ষুদ্র আকারে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ" যন্ত্র স্থাপনসহ, প্রশিক্ষণ, ভিডিও ডকুমেন্টেশন এবং অন্যান্য বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

পানামা সিটির সম্মেলনে বিএলআরআই প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

বিগত ২০-২৩ জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পানামা সিটিতে অনুষ্ঠিত "Multistakeholder Platform for the Sustainable Livestock Development" শীর্ষক মিটিংএ আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আমন্ত্রণে অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, ড. তালুকদার নুরুন্নাহার এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাথুরাম সরকার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মিটিং-এ একটি সেশনে বিএলআরই এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নুরুন্নাহার টেকসই প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ইনস্টিটিউট কি ধরণের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বাংলাদেশের খামারীরা তা কিভাবে ব্যবহার করে তাদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে কিভাবে অবদান রাখছে, তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং তাছাড়া বিভিন্ন গ্রুপ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

সেশন সভাপতি ইনষ্টিটিউট-এর কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিএলআরআই-এ "Establishment of PPR free zone in Bangladesh to meet global PPR Control and Eradication Strategy" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরী ফর পিপিআর এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে গত ২১/৪/২০১৬ খ্রী এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে "Establishment of PPR free zone in Bangladesh to meet global PPR Control and Eradication Strategy" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন এবং কর্মশালাটির সভাপতিত্ব করেন ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক, সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরী ফর পিপিআর, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনায় তিনি বাংলাদেশের পিপিআর রোগ ও পিপিআর ভ্যাকসিনের বর্তমান অবস্থা, বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল এবং "Global strategy for the control and eradication of PPR" এর উপর আলোকপাত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ, কনসালটেন্ট, FAO, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে কর্মশালার টেকনিক্যাল সেশন শুরু হয়। এই সেশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আগত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ "Global strategy for the control and eradication of PPR" পরিকল্পনার সাথে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হংকং এ অনুষ্ঠিত বায়োইনফরমেটিকস্ বিষয়ক কর্মশালায় বিএলআরআই-এর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

গত ২৩.০৫.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭.০৫.২০১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "Training Course on Introductory Bioinformatics" শীর্ষক বায়োইনফরমেটিকস্ বিষয়ক কর্মশালায় বিএলআরআই এর ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরী ফর এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা এর ৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। কর্মকর্তারা হলেন যথাক্রমে, ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, পরিচালক, National Reference Laboratory for Avian Influenza ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। ইউনাইটেড স্টেটস্ ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার (USDA) এর অর্থায়নে টেক্সাসের এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় এবং দি ইউনিভার্সিটি অব হংকং যৌথভাবে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। হংকং এর স্টেট কি ল্যাবরেটরী ফর ইমারজিং ইনফেকসাস ডিজিজ গবেষণাগারে ৫ দিন ব্যাপী এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ওয়াই গুয়ান। কর্মশালায় এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা রোগ দমনে বায়োইনফরমেটিকস্ এর প্রায়োগিক দিকের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে মলিকুলার পদ্ধতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (Interpretation) এবং গবেষণার গাণিতিক উপস্থাপনার জন্য বর্তমানে পৃথিবী ব্যাপী বায়োইনফরমেটিকস্ এর ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। কর্মশালাটি মূলতঃ এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা গবেষণা, দমন ও নিয়ন্ত্রণকল্পে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজন করা হয়েছিল।

উপদেষ্টা
ড. তালুকদার নুরুন্নাহার
মহাপরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ
ড. নাথুরাম সরকার
মোঃ লুৎফুল হক
মোঃ শাহ আলম

বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ই-মেইল : dg@blri.gov.bd, infoblri@gmail.com ওয়েব : www.blri.gov.bd, ফোন : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭০-২ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭৫